নবম দার্‌স

الدرس التاسع

‘মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ’ কথার অর্থঃ

معنى: أن محمدا رسول الله

এ বাক্যটির অর্থ হলো, মৌখিক ও আন্তরিকভাবে স্বীকার করা যে, মুহাম্মাদ-ﷺ-সকল মানবকুলের প্রতি প্রেরিত আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আর স্বীকৃতির দাবী অনুযায়ী আমল করা। তাঁর নির্দেশ পালন করা। তাঁর জানানো কথাকে সত্য বলে বিশ্বাস করা। তিনি যে সব কাজ নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকা। আর আল্লাহর ইবাদত তাঁরই প্রদত্ত বিধি-বিধান অনুযায়ী সম্পাদন করা।

‘মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ’-এর দু’টি রূকনঃ **(তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল)** আর এই অংশ দু’টি তাঁর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করাকে অস্বীকার করে। তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আর এই উভয় মহৎ গুণের দ্বারাই তিনি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানব। এখানে (আব্‌দ)-এর অর্থ হলো, অধীনস্থ দাস। অর্থাৎ, তিনি মানুষ। অন্যান্য সৃষ্টির ন্যায় তিনিও সৃষ্ট। মানুষ হিসাবে তাদের উপর যা প্রযোজ্য, তাঁর উপরেও সমভাবে তা প্রযোজ্য। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ... ﴾ [الكهف: ١١٠]

“হে নবী বলে দাও, আমি তোমাদের মতনই একজন মানুষ।” (সূরা কাহাফ) তিনি আরো বলেন,

﴿ الْحَمْدُ لله الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا ﴾ [الكهف: ١].

“সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি তাঁর বান্দার উপর কিতাব নাযিল করেছেন এবং তাতে কোনরূপ বক্রতার অবকাশ রাখেন নাই।” (সূরা কাহাফঃ ১) আর **‘রাসূল’ কথার অর্থ হলো,** তিনি সকল মানব সম্প্রদায়কে আল্লাহর প্রতি **আহ্বান**কারী, সর্তককারী ও সুসংবাদদাতা হিসাবে প্রেরিত হয়েছিলেন। এই উভয় গুণের সাক্ষ্য প্রদান তাঁর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করাকে খন্ডন করে। অনেক মানুষ যারা নিজেকে নবীর উম্মত বলে দাবী করে, তারা তাঁর ব্যাপারে অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি ক’রে তাঁকে বান্দার মর্যাদা থেকে সরিয়ে মা’বুদের মর্যাদায় ভূষিত করে থাকে। তাই আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাঁর নিকট ফরিয়াদ ও প্রয়োজন পূরণের প্রার্থনা এবং বিপদ মুক্তির কামনা করে থাকে। অথচ এসব কেবল মাত্র আল্লাহরই ক্ষমতাধীন। আবার অনেকে তাঁর রিসালাতকে অস্বীকার করে অথবা তাঁর অনুসরণে বাড়াবাড়ি করে এবং তাঁর প্রাপ্ত অধিকার তাঁকে না দিয়ে অন্যান্য মানুষের উক্তিসমূকে তাঁর উক্তিসমূহের উপর প্রাধ্যান্য দেয়। তাঁর সুন্নত থেকে দূরে থাকে ও তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তাঁর আনীত বিধানের পরিপন্থী উক্তির উপর নির্ভর করে।